যেসব গল্প বলা বারণ

যেসব গল্প বলা বারণ

বাণীব্রত গোস্বামী

ব ই ব ন্ধু

Jesab Galpo Bola Baron
by Banibrata Goswami
Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

© Banibrata Goswami

ISBN 978-81-983417-3-0

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী
বর্ণশুদ্ধি : সংকল্প সেনগুপ্ত
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২৫

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : মুদ্রণ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ৭০০০৫৪

মূল্য : ২৯০/-

Price : $7

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

যেসব পাথরকে আমি গলে গিয়ে ঈশ্বর হতে দেখেছি...

নিবেদন

লোকে বলে, আমার পায়ের নীচে নাকি সরষে। আমার কলকাতার খাঁচায় টানা তিন মাস হয়ে গেলেই, এই শহর আমার কাছে আর 'সিটি অব জয়' থাকে না। 'সিটি অব ভয়' হয়ে যায়। বোঝা গেল না তো, ভেঙে বলি তাহলে। বাড়ির মানুষ বুঝে যায় যে আমার মনের প্রেশার কুকারে একঘেয়েমির হাওয়া ঠেসে ফুলেফেঁপে উঠেছে। এবার সিটি পড়ল বলে। মানে আবার সেই কাঁধে ঝোলা, চলল ভোলা। সেই চিন্তাতেই তাদের মনে বিনা কারণে ভয়ের উদ্রেক। কারণ কপালটি আমার যে শোনা দিয়ে বাঁধানো। না না, বানান ভুল নয়, ওটা তালব্য শ-ই হবে। মানে রাস্তায় বেরোলাম। উদ্দেশ্য হয়তো তারকেশ্বর। বেরিয়ে কিছু একটা হঠাৎ কানে এল। শুনলাম। মনে হল, কথাটার ভেতর ব্যথা আছে। আর পাঁচটা স্বাভাবিক ঘটনার মতো নয়। একটা যেন রহস্যের হালকা বুদ্‌বুদ কাটছে কথাটার ভেতর। আলাপ জমিয়ে কথার পিছু নিলাম। হয়তো গন্তব্যের দিক ঘুরে হয়ে গেল বক্রেশ্বর। সব সময় যে ইচ্ছাকৃত তা নয়। স্বয়ং ঈশ্বর হয়তো এরকম জুটিয়ে দেন বা ফাঁসিয়ে দেন। না! ফাঁসানো কথাটা ফেরত নিয়ে নেওয়াই ভালো। জানি না, ঈশ্বর এইসব বই পড়েন কি না, তবুও বিনা কারণে ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই! অবশ্য ভক্তি আমি এমনি কাউকেই করি না, স্বার্থ ছাড়া। এখানেও একটা গভীর গোপন স্বার্থ আছে। কারণ আমি এই প্রতিটি রহস্যময় ঘটনাতেই দেখেছি সেই বিরাট শিশু মানে এই প্রলয় ও সৃষ্টি যার হাতের পুতুলখেলা, সে নিজেই কোনো অলক্ষে বসে যেন নিরজনে খেলিছে! টুক ধরিয়ে দিচ্ছেন একটা সমাধানসূত্রের সুতলির ডগা। খুব আলতো, অস্পষ্ট! অথচ ওতেই ধরে নিতে হবে। প্রখর বুদ্ধি থাকলে তা পারা যাবে, নচেৎ নয়। আমি অনেক

ভেবে দেখেছি, ঈশ্বর এরকম সহযোগিতা কেন করেন? তার একটা উত্তর আমার মাথায় এসেছে।

আসলে এই মহাবিশ্ব এক অদ্ভুত আকর্ষণ আর বিকর্ষণের সূক্ষ্ম মাপে চলছে। সেখানে সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, পাপপুণ্যের এক অসামান্য সমন্বয়। তাই তিনি সর্বদা বোধহয় তাঁর নিক্তি মাপের খেলায় ভীষণ নিখুঁত। যখনই কোথাও কোনো অন্যায় বা অপরাধ দেখেন, অলক্ষে একটা ঈষৎ হালকা ইশারা দিয়ে চলে যান। শুধু সেটা অনুসরণ করতে পারলেই সমাধান সহজেই করায়ত্ত। অথবা কোথাও ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কখনোই মুক্তি পাওয়া যেত না, সেই পাপের পঙ্কিল সমুদ্র থেকে।

সেরকমই চারটি ঘটনা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই বইটিতে। এর মধ্যে দুটি ঘটনা প্রকাশিত বর্তমান প্রকাশনীর 'সুখী গৃহকোণ' পত্রিকায়। একটা লিবার ফিয়েরি থেকে প্রকাশিত 'শিহরণ' সংকলনে (সম্পাদক : হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত)। অপর একটি এখনও অপ্রকাশিত। বইটির জুতসই নাম নিয়ে যাবতীয় দ্বিধা দূর করে দিয়েছেন ভ্রাতৃসম প্রকাশক সুদীপ দেব মহাশয়।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কালো অক্ষরের কারাগারে দুই মলাটে বন্দি করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। তাই প্রথমেই জানাই এই সংস্থার পাঁচ কর্ণধার শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, সুদীপ দেব, পার্থ দে, পরাগ ভুইঞা ও দীপ্তেশ চক্রবর্তীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই প্রচ্ছদ শিল্পী ... কে। সত্যিই অসাধারণ একটি প্রচ্ছদ তিনি উপহার দিয়েছেন। সর্বোপরি আমার অন্তরের অকুণ্ঠ ভালোবাসা সেইসব পাঠককে, যাঁরাই আসলে এইসব সৃষ্টিকর্মের শেষ এবং প্রধান ও একমাত্র বিচারক।

—বাণীব্রত গোস্বামী

ঈশ্বরের শেষ ইশারা ❖ ১১
দূরপাল্লায় দুরভিসন্ধি ❖ ৩৩
হৈমবতীর হীরকদ্যুতি ❖ ৫৩
হলুদ ফাঁস ❖ ৮৯

ঈশ্বরের শেষ ইশারা